**বাংলাদেশ স্কাউটস এর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, রবিবার, ১৯ কার্তিক ১৪২০, ০৩ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী প্রিয় সোনামনিরা,

সমবেত সুধিমন্ডলী।

                        আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ স্কাউটসের আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছ।

স্কাউটিং এর মাধ্যমে ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েরা ধাপে ধাপে আত্মনির্ভরশীল এবং সেবার ব্রত নিয়ে বেড়ে ওঠে। প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে প্রায়োগিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

শিশু, কিশোর ও যুবকদের সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ন, আত্মপ্রত্যয়ী ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

তোমরা সব সময় ‘‘যথাসাধ্য চেষ্টা করার'' প্রতিজ্ঞা করেছ। তোমাদের মত আমিও দেশের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তোমাদের মাঝে রয়েছে আমাদের আগামীদিনের নেতৃত্ব। তাই ভবিষ্যতে এই দেশের নেতৃত্বদানে তোমাদের যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তোমরা সবসময় দুঃস্থ মানুষের সেবা ও দেশের সেবায় প্রস্ত্তত থাকবে - এই আমার প্রত্যাশা।

পাঠ্য বইয়ে অর্জিত বিদ্যার পাশাপাশি জীবন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করেই তোমরা সাফল্য অর্জন করেছ। আমার বিশ্বাস এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের বন্ধু ও সহপাঠীদের স্কাউটিংয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যাতে সকলে মিলে একটি সুখী-সুন্দর ও উন্নত দেশ গঠনে সবাই অবদান রাখতে সক্ষম হও।

স্কাউটিং-এর জনক ব্যাডেন পাওয়েল বলেছিলেন: ‘‘পৃথিবীকে যেমন পেয়েছ, তার চেয়ে একটু ভাল রেখে যেতে চেষ্টা কর।''

আমি আশা করি তোমরা তোমাদের সকল কাজে একথাটি মনে রাখবে। তাহলেই দেখবে সবকিছুই সুন্দর হয়ে উঠছে।

প্রিয় স্কাউটারবৃন্দ,

আমরা বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে। আমরা গত বছর ঢাকায় প্রথমবারের মত এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স আয়োজন করি। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থ্রু স্কাউটিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে দেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউট ও স্কাউট দল গঠন করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম চালু করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।

প্রিয় কাব স্কাউটবৃন্দ,

দেশের ১২ লাখ স্কাউটের মধ্যে ২০১২ সালে তোমরা ২৫৯ জন এই শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছ। তোমরা সবার সেরা। এই অ্যাওয়ার্ড দীর্ঘ পরিশ্রম, নিবিড় অধ্যবসায় ও কঠোর অনুশীলনের ফসল।

আমি আশা করি, জীবন চলার পথে এই অর্জন তোমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সফল হতে সাহায্য করবে। আমার প্রত্যাশা, স্কাউটিং এর মাধ্যমে তোমরা যা শিখেছ, তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেবে।

দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্কাউট সদস্যরা সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও শীতার্ত মানুষের সেবায় স্কাউটদের কার্যক্রম সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। সাভারে ভবন ধ্বসে আহত ও নিহতদের সেবাদানেও স্কাউটরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইপিআই কর্মসূচি ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে স্কাউটরা গ্রাম পর্যায়ে কাজ করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশেও আমরা বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমি আশা করি স্কাউটরাও এ কাজে আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করবে।

আমি খুশী হয়েছি যে, বাংলাদেশ স্কাউটস দুর্যোগে সেবাদানের লক্ষ্যে স্কাউটদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছে। তোমাদের স্কাউটিং জীবনের মধ্য দিয়ে সেবামূলক কার্যক্রমে তোমাদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিশু, তরুণ ও যুবসমাজের সকলকেই প্রযুক্তি শেখানো ও তার প্রয়োগের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। আমরা প্রতিটি স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদান করেছি।

মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছি। চলতি বছর প্রায় ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তোমাদের সকলকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হতে হবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা দারিদ্র্য দূর করে বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। একাজে স্কাউটসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২ লাখ। যা জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। আগামীতে স্কাউটদের সংখ্যা ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই।

আশা করি আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় এ সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫ লাখে উন্নীত হবে।

আমি জেনেছি, বাংলাদেশ স্কাউটস বরগুনা জেলায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং পঞ্চগড়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের জন্য এই কেন্দ্রসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আমার সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিব।

প্রিয় প্রশিক্ষকবৃন্দ,

আপনারা কোমলমতি ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তারা আপনাদের অনুকরণ করে থাকে। কাজেই দায়িত্ব পালনে আপনাদের একনিষ্ঠ হতে হবে। সৎ, দৃঢ় এবং দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত সুনাগরিক তৈরিতে আপনাদের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আত্মনির্ভরশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কর্মপ্রেরণায় সক্রিয় ভূমিকার জন্য স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

প্রিয় কাব স্কাউটবৃন্দ,

স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও নৈতিক অবক্ষয়ের উর্ধ্বে উঠে আগামীদিনের রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্বদানের জন্য তোমাদের প্রস্ত্তত হতে হবে। আমি আশা করি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামীদিনে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যেতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ কলাকৌশল রপ্ত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। আমি তোমাদের সকলের সার্বিক সফলতা ও মঙ্গল কামনা করি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।